ঝিনাইদহে মহিলা ফোরামের উদ্যোগে মানববন্ধন

নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সমকাজে সম মজুরীসহ সকল কাজে নারীদের প্রতি বৈষম্য দুরিকরণের দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (২৪ আগস্ট) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে সমাজতান্ত্রিক মহিলা ফোরামের উদ্যোগে কিশোরী ইয়াসমিন হত্যা দিবস উপলক্ষে এই কর্মসূচী পালিত হয়েছে। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে সংগঠনের নেতাকর্মীসহ নানা শ্রেণী পেশার মানুষ অংশ নেয়।

ঘন্টাব্যাপী চলা এই কর্মসূচীতে সংগঠনটির জেলা আহ্বায়ক রুবিনা খাতুন, সদস্য শারমিন সুলতানা, ফারজানা ইয়াসমিন রিমাসহ অন্যান্যরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা, দেশব্যাপী নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে তারা সকলকে রুখে দাড়ানোর আহ্বান জানান।

সেই সাথে সম্পত্তির উত্তরাধিকার, সমকাজে সম মজুরীসহ সকল কাজে বৈষম্য দুর করার দাবী জানান। একই সাথে জুলাই-আগস্ট অভ্যুথানে সকল হত্যাকান্ডের বিচার, চাঁদাবাজি ও দখলদারিত্ব বন্ধের দাবীও জানান। ১৯৯৫ সালে দিনাজপুরে ইয়াসমিন আক্তার নামের এক কিশোরীকে গণধর্ষনের পর হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় ৩ পুলিশ সদস্যকে মৃত্যুদন্ডের আদেশ দেয় আদালত।

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুট

কোটচাঁদপুরের কুশনা বাওড় থেকে মাছ লুটের ঘটনা ঘটেছে। আজ শুক্রবার সকালে ওই বাওড় থেকে মাছ লুট হয় বলে অভিযোগ করেছেন

ভুক্তভোগীরা। ওই ঘটনায় থানায় অভিযোগ করেছেন,সমিতির সভাপতি প্রশান্ত কুমার হালদার।

জানা যায়, গেল ২০১৮ সালে কোটচাঁদপুরের ফুলবাড়ি মৎস্যজীবি সমবায় সমিতি বাওড়টির ইজারা পান।এরপর থেকে তারা নির্বিগ্নে মাছ চাষ করে আসছিলেন বাওড়টিতে।

গেল ৫ আগষ্ট সরকার বদলের পর থেকে বাওড়ে প্রতিদিনই মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। বিষয়টি স্থানীয় বিএনপি ও জামায়াতের নেতৃবৃন্দকে অবহিত করা হয়। এরপর বাওড় থেকে আর কোন মাছ লুটের ঘটনা ঘটবে বলে আশ্বাস দেন নেতৃবৃন্দ। এরপরও শুক্রবার সকালে বাওড়ে মাছ ধরার সময় স্থানীয় এড়ান্দা গ্রামের কয়েকজন যুবক মাছ লুট করে নিয়ে যায়।

যার মধ্যে ছিলেন, ওই গ্রামের আকবার আলীর ছেলে রকি,ইসাহাকের ছেলে মোশাররফ হোসেন, সলেমানের ছেলে সবুজ, এরশাদের ছেলে জিয়া ও কলম বিশ্বাসের ছেলে মহাসিন আলী।

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কুশনা বাওড়ের গার্ড সাইফার রহমান ও প্রত্যক্ষদর্শী আব্দুল। তারা বলেন, সরকার পতনের পর থেকে এলাকার কিছু দূর্বৃত্তরা প্রায় বাওড়ে হুইল, ছিপ ও জাল দিয়ে মাছ ধরে নিয়ে যায়। আজ শুক্রবার সকালে তাদের মধ্যে মহাসিন ও রকির নেতৃত্বে আবারও মাছ লুটের ঘটনা ঘটে। ওই দুই জনের মধ্যে মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ও রকি বিএনপি সমর্থিত নেতা বলে জানা গেছে। ওই সময় তারা বাওড় থেকে ৫০ হাজার টাকার মাছ লুট করেছেন বলে দাবি বাওড় কতৃপক্ষের।

এ ব্যাপারে উপজেলা বিএনপির সভাপতি সাবেক অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক বলেন,মহাসিন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সদস্য সচিব ছিলেন। তবে বিএনপি কোন লুটপাটে বিশ্বাস করে না। এ কারনে সে দলের যেই হোক না কেন,তাঁর বিরুদ্ধে তথ্য প্রমান পেলে ব্যবস্থা নেয়া হবে।

একই মন্তব্য করেন,উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক লিয়াকত হোসেন। তিনি বলেন, ওই মাছ লুটের ঘটনায় দলের যেই জড়িত থাকুক না কেন,প্রমান পেলে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেয়া হবে।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) শামীম হোসেন বলেন,বাওড় থেকে কে বা কাহারা মাছ লুট করছেন। এমন খবর জানতে পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে ছিলাম। তবে তার আগে লুটকারীরা পালিয়ে যান। তাদের কাউকে দেখা যায়নি। ওই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত থানায় কোন অভিযোগ

হয়নি। অভিযোগ পেলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি, কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা

পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর মডেল থানায় পৃথক দুইটি মামলা করেছেন, দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন। তবে মামলা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে। বিষয়টি তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।

জানা যায়,কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়ন। এ ইউনিয়নের ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা বাজারের পাশে হারুন অর রশিদের পুকুর ও সোয়াদি গ্রামের আনিসুর রহমানের পুকুর থেকে মাটি ব্যবসায়িরা দীর্ঘদিন ধরে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।বিষয়টি নিয়ে তাদেরকে বেশ কয়েক বার সর্তক করেন সংশ্লিষ্টরা। এরপরও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করা অব্যহত রেখেছিল।

এ কারনে গেল ২১ জুলাই পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রির অভিযোগে কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করেন,দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন।

ওই মামলায় আসামি করা হয়েছে,তেঘরি গ্রামের পুকুর মালিক হারুন অর রশিদ,মাটি কাটার সহযোগী আব্দুর রহিম, শাহিন হোসেন, সাইফুল ইসলাম, কায়দার আলী, আব্দার আলী, সোয়াদি গ্রামের পুকুর মালিক আনিসুন রহমান, সহযোগী পারভেজ হোসেন ও মনা বিশ্বাস।

এদিকে থানায় এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলাটি নথিভূক্ত হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে।

বিষয়টি নিয়ে কোটচাঁদপুরের দোড়া ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তা জাকির হোসেন বলেন,উপজেলার ভোমরা ডাঙ্গা – চুয়াডাঙ্গা ও সোয়াদি

গ্রামের পুকুর থেকে মাটি কেটে বিক্রি করছিলেন ওই এলাকার প্রভাশালী মাটি ব্যবসায়িরা।

এ ব্যাপারে তাদেরকে সর্তক করা হলেও তারা আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে মাটি কেটে বিক্রি করে আসছিল।

এরপর উপজেলা নির্বাহী স্যারের নির্দেশে গেল ২১ জুলাই কোটচাঁদপুর থানায় পৃথক দুইটি এজাহার করা হয়। এদিকে এজাহার করার ১৪ দিন পর মামলা নথিভুক্ত করা হলেও আসামিরা রয়েছে ধরা ছোয়ার বাইরে এমন অভিযোগ ইউনিয়ন (ভুমি) সহকারী কর্মকর্তার।

এ ব্যাপারে কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মোছাঃ শারমিন আক্তার বলেন,মামলা হওয়ার পর দেশের পরিস্থিতি খারাপ হয়ে যায়। এ কারনে মামলা নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়নি। তবে এখন মামলাটি নিয়ে কাজ চলমান রয়েছে।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার উছেন মে বলেন, মাটি কাটার বিষয়টি নিয়ে থানায় সংশ্লিষ্ট নায়েব এজাহার করেছেন। আপনারা ওসি সাহেবের সঙ্গে কথা বলেন।

ঝিনাইদহে সিটি কলেজের অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে পাহাড়সম দুর্নীতির অভিযোগ

ঝিনাইদহ কলেজ (সিটি কলেজ)’র অধ্যক্ষ বাদশা আলমের বিরুদ্ধে পাহাড়সহ আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। জেলা প্রশাসকের নির্দেশে তার তদন্ত শুরু হয়েছে। একজন ভুক্তভোগীর লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের নির্দেশে সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস তদন্তের দায়িত্ব পেয়েছেন। এদিকে অধ্যক্ষ বাদশা আলম আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর গাঢাকা দিয়েছে।

তিনি ৫আগস্ট থেকে আর কলেজে আসছেন না। শোনা যাচ্ছে কলেজ ফান্ডের

কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে তিনি ভারতে পালানোর চেষ্টা করছেন। দুর্নীতি দমন কমিশনে পাঠানো অভিযোগ সুত্রে জানা গেছে, ঝিনাইদহ কলেজের অধ্যক্ষ বাদশা আলম আপাদমস্তক একজন দুর্নীতিবাজ। এক সময় তিনি ঝিনাইদহ সদর সাব রেজিষ্ট্রি অফিসের দলিল লেখকের কাজ করতেন। এখনো দলিল লেখকদের তালিকায় তার নাম রয়েছে।

তিনি ঝিনাইদহ কলেজে (সিটি কলেজ)’র প্রথমে প্রভাষক ও পরে এক বছরের জন্য উপাধ্যক্ষ হন। আ’লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর যোগ্যতা না থাকার পরও প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষের পদ দখল করেন। তিনি কলেজে ঠিক মতো আসতেন না। আসলেও দুপুরের পর যে করণে কলেজের কাজকর্ম ব্যহত হতো।

দুর্নীতি দমন কমিশনে দায়ের করা অভিযোগে বলা হয়, অধ্যক্ষ পদে আসার আগে তিনি ভাড়া বাড়িতে বসবাস করলেও জেলা শহরের আরাপপুর এলাকায় এখন তার দুইটি আলীশান বাড়ি। যার মধ্যে একটি পাঁচতলা ও একটি চারতলা বাড়ি। বাড়ি দুইটির আনুমানিক মুল্য ২০ কোটি টাকা হবে বলে তার প্রতিবেশিরা দাবী করেন। বেসরকারী কলেজের একজন অধ্যক্ষের এমন দুইটি আলিশান বাড়ি কি ভাবে হলো তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

তিনি ১৩ বছর অধ্যক্ষ হওয়ার সুবাদে কলেজের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছেন। কলেজে ভর্তির সময় নেওয়া টাকার কোন হিসাব নেই। লাইব্রেরী ফান্ডে টাকা নেওয়া হলেও বই কেনা হয় না। শিক্ষার্থীদের আইডি বাবদ ভর্তির সময় টাকা নেওয়া হয় কিন্তু আইডি দেওয়া হয়না। ভর্তির সময় বিজ্ঞানাগারের জন্য টাকা কেটে রাখা হলেও ১৩ বছরে কোন যন্ত্রপাতি কেনা হয়নি।

আইসিটি ও কৃষি শিক্ষার ব্যবহারীর পরীক্ষায় বাধ্যতামুলক ভাবে ৩০০ টাকা করে জোর পুর্বক আদায় করেন অধ্যক্ষ বাদশা আলম। অনার্স লেভেলে ইনকোর্স পরীক্ষার নামে প্রতি ছাত্রের কাছ থেকে ৭০০ টাকা করে আদায় করেন বলে শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন। অনার্স ফাইনাল ইয়ারে ভাইবা পরীক্ষার নামে ছাত্র প্রতি ২০০০ হাজার টাকা করে আদায় করা হয়।

এ নিয়ে ২০২৩ সালে ছাত্রলীগ কলেজে তালা ঝুলিয়ে প্রতিবাদ করলেও অধ্যক্ষ বাদশা আলম এখনো জোরপুর্বক টাকা আদায় অব্যাহত রেখেছেন। কলেজে প্রতিটি নিয়োগে কয়েক কোটি টাকার বানিজ্য করা হয়েছে। খুলনা, যশোর ও কুষ্টিয়ার শিক্ষকরা নিয়মিত কলেজ করেন না। এ জন্য

তাদের প্রতি মাসে অধ্যক্ষকে মাসোহারা দিতে হয়। ডিগ্রী ও উন্মুক্ত পরীক্ষায় নকল সরবরাহের জন্য কলেজের মালি আসলামের মাধ্যমে অর্থ আদায় করেন অধ্যক্ষ বাদশা আলম। শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তির সময় উন্নয়ন ফি বাবদ টাকা আদায় করা হলেও ১৩ বছরে কলেজের ফান্ড থেকে দৃশ্যত কোন উন্নয়ন করা হয়নি। অথচ কলেজের ৬টি একাউন্ট থেকে ভুয়া বিল ভাউচারের মাধ্যমে একাউটেন্ট মোঃ আইয়ুব হোসেনের সহায়তায় অন্তত ২কোটি টাকা আত্মসাৎ করে ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুরে দুইটি বাড়ি নির্মান করেছেন।

এছাড়া অধ্যক্ষ বাদশা আলমের চাকরীর বয়স শেষ হলেও জাতীয় বিশ^বিদ্যলয়ের জাল কাগজ করে জোরপুর্বক অধ্যক্ষের চেয়ার দখল করে বসে আছেন। অর্থ আত্মসাৎ ও অবসরের পরও অবৈধ ভাবে চেয়ার দখল করা নিয়ে অধ্যক্ষ বাদশা আলমের কাছে ফোন করা হলে তার ফোনটি বন্ধ পাওয়া যায়। তার অফিসে গিয়ে জানা যায় আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পর থেকেই তিনি পলাতক রয়েছেন।

এ বিষয়ে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সজল কুমার দাস জানান, অধ্যক্ষ বাদশা আলমের আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে তিনি তদন্ত করবেন। তদন্ত করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে মন্ত্রনালয়ে প্রতিবেদন পাঠাবেন।

ভূয়া নার্স বাতিলসহ ১১ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

সরকারি-বেসরকারি হাসপাতাল ও ক্লিনিকে ভুয়া নার্সদের নিয়োগ বাতিলসহ ১১ দফা দাবীতে ঝিনাইদহে মানববন্ধন কর্মসূচী পালিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২২ আগস্ট) সকালে শহরের হামদহ এলাকায় সচেতন নার্স ও মিডওয়াইফ সমাজের ব্যানারে এ কর্মসূচী পালিত হয়। এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত নার্সরা বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, বেসরকারি ক্লিনিকে ভুয়া নার্সের কারণে ভুল

চিকিৎসায় অনেকে ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে। যে কারণে নার্সদের সম্মান নষ্ট হচ্ছে। তাই দ্রুত এসব ভুয়া নার্স অপসারণ, নিয়োগ বিধিমালা অনুমোদন, বাস্তবায়ন ও উচ্চশিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে ছেলে ১০% ও মেয়ে ৯০% কোটা বৈষম্য বাতিলসহ ১১ দফা দাবী বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

ঝিনাইদহে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন বিক্ষোভ মিছিল

ভারতীয় আগ্রাসন ও সকল প্রতিষ্ঠানে অনিয়ম-দুর্নীতি বন্ধের দাবীতে বিরুদ্ধে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে শহরের পায়রা চত্বর থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়। মিছিলটি শহর প্রদক্ষিন করে ছাত্র জনতার প্রতিনিধিরা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি বিরোধী প্রচারণা শুরু করেন।

এ সময় সমন্বয়ক শারমিন সুলতানা, আবু হুরায়রা, সাইদুর রহমান, আব্দুল্লাহ আল মামুন, রিহান হোসেন রায়হান, নুসরাত জাহান সাথী ও এলমা খাতুন বক্তব্য রাখেন।

বক্তরা বলেন, ভারতের সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে এবার রুখে দাড়ানোর উপযুক্ত সময়। প্রতিবেশি পরিচয়ে ভারত পানি আগ্রাসন, সীমান্তে বাংলাদেশী হত্যা ও বাংলাদেশে মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করে ফায়দা লুটছে। সময় হয়েছে ভারতের এসব আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে। বক্তরা ফারাক্কাসহ বিভিন্ন বাঁধ খুলে দিয়ে বাংলাদেশে বন্যা সৃষ্টি করে লাখ লাখ মানুষের জীবন ঝুকির মধ্যে ফেলে দিয়েছে।

পায়রা চত্বরে আয়েজিত সমাবেশে সমন্বয়ক আবু হুরায়রা বলেন, ঝিনাইদহের পাসপোর্ট অফিস, শিক্ষা অফিস, জেলার সকল সাব-রেজিষ্ট্রি অফিস ও বিআরটিএ অফিসে ঘুষ দুর্নীতি বন্ধের আহবান জানান। তিনি বলেন, দুর্নীতি বন্ধ না হলে ছাত্র জনতাকে সঙ্গে নিয়ে বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন কর্মীরা কঠোর হতে বাধ্য হবে।

ঝিনাইদহে দেওয়ালে গ্রাফিতি লিখন করছে শিক্ষার্থীরা

ঝিনাইদহ শহরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়ালে গ্রাফিতি ও দেওয়াল লিখন কার্যক্রম করছেন শিক্ষার্থীরা। লিখছেন সমাজ সংস্কারের বিভিন্ন প্রতিবাদী লিখন।

মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) সকাল থেকে জেলা শহরের বিভিন্ন এলাকা পরিষ্কার করার পাশাপাশি দেওয়ালে দেওয়ালে গ্রাফিতি, দেওয়াল লিখন ও মোছার এ কার্যক্রম চালান তারা।

শিক্ষার্থীরা জানান, দেয়ালগুলো আমরা রঙ্গিন করে সাজাতে চাই। দেশের বীরত্বগাথা দিয়ে ভরে ফেলতে চাই। আমাদের শহরটাকে আমরা আমাদের মনের মতন করে সাজাবো।

শিক্ষার্থীরা আরও জানান, দেওয়ালকে বর্ণমালা আর ছবিতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করছেন তারা। তারুণ্যের শক্তিতে বাংলাদেশ জেগে উঠেছে। প্রাণের টানে তারা এসেছেন, কাজ করছেন। অন্যায় প্রতিরোধ ও দেশ গড়ার কাজে তারা কখনো পিছিয়ে থাকবেন না।
এছাড়াও দেয়ালে নতুন করে আঁকছেন ইসলামি ক্যালিগ্রাফিসহ বিভিন্ন শিল্পকর্ম। সেই সঙ্গে দেশ সংস্কারের শ্লোগানও লিখছে তারা। রং নিয়ে ব্রাশের মাধ্যমে শহরের প্রধান সড়কসহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়াল রঙ্গিন করে তোলা হচ্ছে।
শিক্ষার্থী সাজিদ মাহমুদ জানায়, এই লিখনীতে তুলে ধরা হচ্ছে বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি তুলে ধরার পাশাপাশি পরবর্তী প্রজন্মকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে সহায়তা করবে।

ঝিনাইদহে ৫ম শ্রেণীর এক কিশোরী অন্ত:সত্ত্বা, যুবক আটক

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানার একটি ধর্ষণ মামলায় মোঃ সোহেল হোসেন
(৩০) নামে এক যুবককে আটক করেছে র্যাব-৬ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল।

গতকাল সোমবার (১৯ আগস্ট) বিকালে কালীগঞ্জ থানার বারপাকিয়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে র্যাব। আটক সোহেল হোসেন বারপাকিয়া গ্রামের আব্দুল খালেকের ছেলে।

র্যাব এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ভিকটিম বারপাকিয়া দাখিল মাদ্রাসার ৫ম শ্রেণির ছাত্রী। গত মার্চ মাসের ১৫ তারিখ সকাল সাড়ে ৭টার দিকে বাড়ির পাশে বেগবতী নদীতে মাছ ধরতে যায় ভিকটিম। আসামি সোহেল রানা ভুক্তভোগীকে একা পেয়ে পার্শ্ববর্তী জনৈক আঃ সবুরের বাশ বাগানে নিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। গত ১৭ আগস্ট ভিকটিম হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শেষে জানা যায় ভুক্তভোগী ৫ মাসের অন্তঃসত্ত্বা। ভিকটিমকে জিজ্ঞাসা করলে সে জানায় সোহেল তাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে।

এই ঘটনায় ভিকটিমের বাবা বাদি হয়ে গত সোমবার কালীগঞ্জ থানায় মামলা দায়ের করে। র্যাব জানিয়েছে, থানায় মামলা হলে ঘটনার ছায়া তদন্ত শুরু করে র্যাব। মামলার ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্ত সোহেল হোসেনের অবস্থান শনাক্ত করে তাকে আটক করতে সক্ষম হয় র্যাব। সোহেলকে আটক করে কালীগঞ্জ থানার মামলায় সোপর্দ করা হয়েছে বলেও বিবৃতিতে জানিয়েছে র্যাব।

আজ মঙ্গলবার কালীগঞ্জ থানার ওসি আবু আজিফ জানান, আসামিকে মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন

দেশের শীর্ষ স্থানীয় মিডিয়া হাউজ ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া কমপ্লেক্সে হামলার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২০ আগস্ট) বেলা ১২টার দিকে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এই মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

বাংলাদেশ প্রতিদিন ও নিউজ টোয়েন্টিফোর টেলিভিশনের জেলা প্রতিনিধি শেখ রুহুল আমিনের সভাপতিত্বে ও কালের কণ্ঠের ঝিনাইদহ সংবাদদাতা অরিত্র কুণ্ডুর সঞ্চালনায় এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজেদুর রহমান পপপু, বসুন্ধরা শুভসংঘের উপদেষ্টা মুক্তিযোদ্ধা লিয়াকত হোসেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের জেলা সমন্বয়ক শারমিন সুলতানা, জেলা রিপোর্টাস ইউনিটির সভাপতি এম এ কবির, সাংবাদিক নেতা স্বপন মাহমুদসহ ঝিনাইদহের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

মানববন্ধনে বক্তারা ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপে হামলার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে হামলাকারীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার দাবি জানান।

কোটচাঁদপুরে কৃষি অফিসার ও রিটেলারদের সাথে জামায়াতে মতবিনিময়

সারের সঠিক মুল্য নির্ধারণ সহ কৃষকদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলা কৃষি অফিসার ও রিটেলারদের সাথে

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নেতাদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার বিকালে উপজেলা কৃষি অফিসারে কার্যালয়ে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা কৃষি অফিসার রাজিবুল হাসান। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতে ইসলামীর আমীর মোঃ আজিজুর রহমান।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি মোঃ শরিফুল ইসলাম, বলুহর ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান মোঃ শাহআলম, অতিরিক্ত কৃষি অফিসার এস এম নাজমুল সাকিব শাহীন, সাংবাদিক আব্দুল্লাহ বাশার, মঈন উদ্দিন খান প্রমুখ।

সে সময় রিটেলারদের সাথে কৃষি কাজে ব্যাবহারিত সকল সারের সঠিক মুল্য নির্ধারণ সহ বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন অতিথিরা। এ সময় নানা শ্রেণী পেশার মানুষ সহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন।